দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

121

...। শিক্ষানীতি

অনিরুদ্ধ

মডেল স্কুল-কলেজ, ক্যাডেট কলেজে তাদের সন্তানদের শিক্ষা দেন এবং তারা এ ধরনের স্কুল কলেজের উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন তবে বলার কি আছে? না কিছুই বলার থাকে না।

কিন্তু একটি প্রশ্নের জবাব তারা কি দিবেন। এই কিণ্ডার গার্টেন করার টাকাটা কাদের পকেট থেকে আসছে? গ্যাস, সার, বিদ্যুৎ সবকিছুর দাম বাড়ছে। বিশ্বের বাজারে তেলের দর পড়ে গেছে। বাংলাদেশে দফার দফায় বাসভাড়া বাড়ছে। বিরোধী শিবির থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলে যারা বর্তমান সরকারের অর্থনীতির সমালোচনা করছেন, তাদের অনেকেই কি এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করে যাননি? সমাজতন্ত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত যারা করেছেন, তারা কি অনেকেই পক্ষ ত্যাগ করেননি? সেদিন অবস্থার চাপে মেনে নিয়ে যারা সমাজতন্ত্রের জন্য গলাবাজি করেছেন, তারা এখন চিনি কেলেংকারি সৃষ্টি করে বাংলাদেশে নতুন 'জুসে' (স্বনির্ভরতা) চালু করছেন। যারা পুঁজি প্রত্যাহার করে শোষণহীন সমাজের শ্লোগান দিচ্ছেন তাদের গণতন্ত্র বড় বেশী প্রয়োজন। মোটর গাড়ী ও গরু গাড়ীর দৌড় প্রতিযোগিতায় সমান অধিকার চাই। শিক্ষানীতি তাই বদলাতে হয়। কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন চালু করলে বর্তমান ধারার সাথে তার সঙ্গতি থাকে না। শিক্ষানীতি নেই, সর্বস্তরে বাংলা চালু হবে তা কেমন করে সম্ভব। তাই অমর ভাষা আন্দোলনের মাস এলে আমরা ২১শে ফেব্রুয়ারী, না ৮ই ফাল্গুন এই তুচ্ছ বিতর্ক তুলে আসর মাৎ করার চেষ্টা করি। আর স্কুলে ভর্তি হতে হলে ডোনেশন দিতে হয়, কোন্ কিণ্ডার গার্টেনের কিংবা কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'শেখ মুজিব মোনাফেক' একথা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার ওপর বাধানিষেধ নেই। কারণ গণতন্ত্রের কথা হল 'সকল মত প্রকাশের অধিকার'।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শ্রেণী থেকে ইংরাজী শিক্ষা উঠিয়ে দিয়ে সর্বস্তরে বাংলা আন্দোলনে এক ধাপ এগিয়ে গেছি বলে অনেকে তৃপ্তি পাই। শিক্ষাকে গৃহে অন্তরীণ করার এই নীতি অভিনন্দিত হয়েছে সব মহলে। কারণ ছাত্ররা ইংরাজীতে বেশী ফেল করে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ ও ধর্মের নাম করে নীচের দিকে অপর একটি বিদেশী ভাষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যদি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরির স্বার্থে কোন ইনসটিটিউট খুলতো বা বিদেশী ভাষা শিক্ষা ইনসটিটিউটে তা অন্তর্ভুক্ত করতো তা হলে আমরা ভাষাবিদ পণ্ডিত সৃষ্টি করতে পারতাম। মধ্যপ্রাচ্যের বিপুল সমৃদ্ধ সাহিত্যকে গ্রহণ করে বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে সম্পদ বৃদ্ধি চলতো।

বাংলাদেশে রেনেসাঁর পুরোগামীরা ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্তের জন্য। বৃটিশ শাসকরা বাধা দিয়েছিলেন উচ্চ শিক্ষায়, তবে কেরানী সৃষ্টির জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠেন ইংরাজী শিক্ষা দিতে। আর আমাদের ইংরাজীকে বাদ দেয়ার সস্তা ভাবাবেগের সুযোগে স্বল্প লোক বিভিন্ন নির্বাচিত স্কুল-কলেজ মারফত ও বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করে নিরক্ষর দেশবাসীর কাঁধে চড়ে দেশকে উন্নতির পথে নিবেন। এই চক্রান্ত সম্পর্কে নীরব থেকে সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালুর আন্দোলনের পরিণতি বছর বছর কর্মসূচী গ্রহণ ও আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকে।

সর্বস্তরে বাংলাভাষা চলছে, মুখে মুখে নিরক্ষরদের। কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত স্থিতাবস্থাকে মনে মনে স্বাগত জানিয়ে নিজেদের চালচলনে প্রয়োজনে ইংরাজী ব্যবহার করছেন অনিবার্যভাবে। ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রশ্ন এধরনের ক্ষেত্রে অবান্তর, তাই নজরুলের জন্মদিবস বাংলায় হলেও মৃত্যু দিবস ২৯শে আগষ্ট।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা শিখেছিলেন ইংরাজীতে পারদর্শিতা সত্ত্বেও, আমাদের দেশের একশ্রেণীর বিদ্বান কখনও তার মতো প্রয়োজন কি অনুভব করেছেন কখনো? রবীন্দ্রনাথ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করায় ও কথা বলায়, তার সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ইংরেজী জানে না বলেই এ দাবী। এই হল রেনেসাঁ ও রেনেসাঁর উত্তরসূরি হিসাবে দুর্জনের ভূমিকা। আমরা রেনেসাঁকে ব্যঙ্গ করবো, বিকৃত ব্যাখ্যা করবো, কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের বিরুদ্ধে এবং তা চালু করার পক্ষে ছাত্ররাই বলবে, সক্রিয় ভূমিকা নেবে। অন্যেরা বড়-জোর বিবৃতি দিয়ে সরকারী আচরণের নিন্দা করবেন। তাই, আমাদের সর্বস্তরে বাংলা চালুর আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারী, না ৮ই ফাল্গুন এই কুটতর্কের বিলাস থেকে আজও এক-পা এগোতে পারল না।

২।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সর্বস্তরে বাংলাভাষা বনাম

আগামীকাল ১লা ফেব্রুয়ারী। এ মাসটি আমাদের আবেগের সাথে জড়িত, বেদনার সাথে আর গৌরবের সাথে জড়িত। এই মাসে ভাষা আন্দোলন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়ে, আত্মত্যাগের বিনিময়ে ভবিষ্যতের পাথেয় যোগান দিয়ে গিয়েছে। আমাদের ঐতিহ্যে বরফ-গলা উৎসজাত নদীর মতো আমাদের জাতীয় চেতনার প্রাণপ্রবাহ নিরন্তর সচল রেখেছে। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের আত্মদানে ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, কুহেলিচ্ছিন্ন অস্তপরিচয় সূর্যের মত প্রকাশ পেয়েছে।

আবেগের সাথে জড়িত বলেই এই একটি মাসে আমরা সারা বছরের নিদ্রাভঙ্গে জেগে উঠি, সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনে দীর্ঘকালের দীনতা আজও ঘুচল না বলে হাহাকার করে উঠি। বাংলা ভাষা প্রচলনের বাধাগুলো আর অসুবিধার কথা উঠে তত্ত্ব দিয়ে, আবার চক্রান্তের কথা উঠে নতুন সৃষ্ট ইলাইটদের দ্বৈত মনোভাব ও ভূমিকা নিয়ে। তারা গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন ইংরেজীতে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতির জন্য এবং তাদের একাজটাকে অনেকে সর্বস্তরে বাংলা চালুর প্রতিবন্ধকতা দেখি। এখানে হোঁচট খেতে হয়। কি করা উচিত তাই ভেবে, আবার এর সাথে রয়েছে বাংলাভাষার জন্য তরুণরা প্রাণ দিয়েছে। অথচ, দিনটি স্মরণ করবো ইংরাজী সন তারিখ মিলিয়ে। সুতরাং ২১শে ফেব্রুয়ারী নয়, ৮ই ফাল্গুন। মাসটি ইংরাজী ভাষায় ফেব্রুয়ারী। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় মাসটি নানাভাবে উচ্চারিত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর সাথে গ্রীক পুরাণ, রোমের পুরাণ ও ঐতিহ্য থেকে নামের উৎস বলে আন্তর্জাতিকভাবে সন ও মাসের হিসাব এক। অর্থাৎ সনটি আন্তর্জাতিক। খৃষ্টীয়-সন ও মাসের এই আন্তর্জাতিকতার বহু কারণ আছে। তার মধ্যে স্থায়ী হেতুটি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রে সময় ও দিনক্ষণের ব্যবহার একে স্থায়ী ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান অক্টোবর বিপ্লব মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা এবং এই বিপ্লবোত্তর সমাজমৌলিকভাবে পূর্ববর্তী সমাজ-ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন এবং নতুন উচ্চতর গুণগত বৈশিষ্ট্যের বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাহল মানুষের ওপর থেকে মানুষের শোষণের অবসান। কিন্তু আন্তর্জাতিক গ্রেগরী ক্যালেণ্ডার তারা চালু করেছে। যেহেতু বিপ্লবের সময় পর্যন্ত তারা পুরানো রীতি অনুসরণ করতো তাই বিপ্লবের তারিখ অনুযায়ী মহান অক্টোবর বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রবাদ উন্নতমানব সভ্যতার স্তরে উপনীত হয়েছে বলে ইতিহাসের প্রচলিত ও সর্বত্র স্বীকৃত সন তারিখ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগার কারণ দেখেন না।

ভাষা আন্দোলনের সময়ে আমরা আন্দোলনের দিনক্ষণ যে তারিখ স্থির করতাম তা খৃষ্টীয় মাস বর্ষ দিন নিয়েই ভাবতাম। আর তার কার্যকারণ সুস্পষ্ট। আজও কর্মসূচী পালন করা হয়। এভাবেই দিন সন বঙ্গাব্দ অনুযায়ী নয়, খৃষ্টাব্দ অনুযায়ী। মাস এবং তারিখ তার অনুগামী। এতে কারুর আপত্তি নেই। শুধুমাত্র ২১শে ফেব্রুয়ারী নয় ৮ই ফাল্গুন নিয়ে যখন তর্ক উঠে, তখন তার ধূলিঝড়ে অবগাহন করে আমরা সবাই মলিন ও খিন্ন হই। এবং অপরকে যতটা সেই ধূলিঝড়ে ঠেলে দিতে পারি, তার মধ্যে তৃপ্তি খুঁজি। যিনি বা যে কিশোর আজ ৮ই ফাল্গুনের কথা বলেন তার মতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে তর্ক-বিতর্ক চলে তা ভুলে যাই। কারণ তাদের আবেগের তোড় বেশি। কিন্তু প্রবীণরাও যখন তাদের সাথে কেউ কেউ যোগ দেন, তারা প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করে হয়তো এটুকু বলতে পারতেন যে, ৮ই ফাল্গুনের সাথে সঙ্গতি রক্ষা না করার কি কি হেতু তখন কাজ করেছে। তারপর কিভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের মজ্জায় জড়িয়ে গেছে। তার বদলে তারা সেই এক বাঁধাগৎ তত্ত্বকে হাজির করেন, ঔপনিবেশিক মানসিকতা, ইংরেজী শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের কাহিনী, তাদের 'অনপনেয় অপরাধের' কথা। আর কি আশ্চর্য এরা চলতি কালের ঘটনাপঞ্জির ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় সন তারিখই ব্যবহার করেন। উদাহরণ দেই মাত্র কয়েকটা: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পাঠ, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবস, ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতা বিপ্লব দিবস, ২৯শে আগষ্ট বিদ্রোহী কবির মৃত্যুবার্ষিকী, ২৪শে মার্চ '৮২ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তারের নিকট থেকে সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণ। এর একটি ক্ষেত্রেও বাংলা তারিখ নেই। ২১শে ফেব্রুয়ারীকে নিয়ে মল্লযুদ্ধ। কেউ ৮ই ফাল্গুনকে ঘিরে উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা লিখে ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করলে ক্ষতি নেই। তেমনি ২১শে ফেব্রুয়ারী আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশেছে গানের সুরে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আন্দোলনে, তাকে ধুয়ো দিয়ে ৮ই ফাল্গুন করার মধ্যে গৌরব বেশি একথাটা কেন ওঠে? ৮ই ফাল্গুন নাম দিয়ে সংকলনেও আবার ভ্রূ কুঁচকে লাভ নেই।

ইংরাজীপ্রীতির জন্য বাংলাভাষা চালু ব্যাহত হচ্ছে তা নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য জিইয়ে রেখে সর্বস্তরে বাংলা চালু করা যায় না, যেদেশে কোন শিক্ষানীতি নেই। ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষার নামে ক্ষুদ্র শিক্ষা শিল্প ব্যবসায়ী দৃষ্টিতে, মুনাফার নিরিখে। যে কারণে ১৫ই আগষ্ট থেকে রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। সেখানে ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করা যায় না। এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে শিক্ষানীতির ব্যাপারে পরবর্তী সরকারগুলোর চাল ও ছাত্রদের আন্দোলনকে বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবো, পিছনে থাকবে রাজনৈতিক লিপ্সা যুক্তিতর্ক দিয়ে সমর্থন করতে গেলে ১৫ই আগষ্টের পরিবর্তনকে মেনে নিয়ে নতুন ক্ষমতার উৎস সৃষ্টিকে নানাভাবে সমর্থন তো যুক্তিহীন হয়ে পড়ে। কোন সরকারের বিরোধিতা ও সমর্থনের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত উদ্দেশ্যকে এড়িয়ে তার বিষয়নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নয়।

বাকশালের 'একদলীয়' শাসন ব্যবস্থার বিরোধিতা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত খাত থেকে পুঁজি প্রত্যাহার সমার্থক করা হল কেন। এরই সাথে শিক্ষানীতি ও শিক্ষার উদ্দেশ্য জড়িত। নতুন এক শ্রেণীর 'ইলাইট' চাই যারা আশরাফ ও আতরাফ শ্রেণীর ধারাটাকে বজায় রাখবে। শিক্ষা পাবে শুধু মুষ্টিমেয় 'সুবিধাভোগী শ্রেণী'। ... শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে পর্যুদস্ত, সেখানে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যদি কিণ্ডার গার্টেন,